গাংনীতে দিনমুজরের বাড়ি ঘর ও সীমানা প্রাচির ভাংচুরের অভিযোগ

গাংনীতে অসহায় দিনমুজরের বসত বাড়ীসহ সীমানা প্রাচির ভাংচুর করে জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

বুধবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামে এঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ইস্তল আলী জানান, আমার বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি আমাকে ফাকি দিয়ে আমার দুই ভাই রেজিস্টি করে নিয়েছে।

সেই থেকে আমি দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ চৌগাছা মৌজার সি এস ২৮ নং এস এ ১,আর এস,১নং খতিয়ানের সাবেক দাগ নং ৩০৬৭/আর এস ৭০২৭ নং দাগে ৮ শতক খাস জমিতে বতসবাড়ী নির্মান করে বসবাস করছি।

হঠাৎ সম্পত্তি থেকে ভাই আব্দুল কুদ্দসের ছেলে আব্দুল্লাহের নেতৃত্বে ইদ্রীস আলী, পলাশ হোসেনসহ ১০/১২জন বাঁশের লাঠি শোঠা ও সাবল নিয়ে আমার বসত বাড়ীতে হামলা চালিয়ে সীমানা প্রাচির ভাংচুর করেছে।

আমি বাঁধা দিলে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এসময় স্থানীয়রা তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে। গাংনী হাসপাতালে প্রাথামিক চিকিৎসা নিয়েছি।

হামলাকারীরা বাড়ী ঘর ভাংচুর করেছে। এছাড়া তারকাটার বেড়া নির্মান করেছে। তিনি আরও বলেন এই জমি নিয়ে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। যার মামলা নং দেং - ১১/২০২০।

মামলা চলমান থাকা অবস্থায় গোপনে আমার দখলি বাড়ী ওই প্রভাবশালী মহলটি ভূমিহীন বন্দবস্ত নিয়েছে বলে তারা দাবী করে ঘর ভাংচুর করেছে। এঘটনায় আমি গাংনী থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দেশের ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদের দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহ।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেকের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়ে সেখানেই একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক পি.পি.পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম আরা হীরা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল এনাম বকুল, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহজামাল প্রমুখ।

এছাড়াও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, যুব মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিকলীগ,কৃষকলীগ, ছাত্রলীগ সহ অসংখ্য নেতাকর্মীবৃন্দ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

কোটচাঁদপুরে অধিক মুনাফা দেখিয়ে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংক খুলে অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে পালিয়েছেন আল আরাফা ব্যাংকের কোটচাঁদপুর শাখার এজেন্ট আহসানগীর। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছেন টাকা লগ্নিকারী এক গ্রাহক।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২০২০ সালে কোটচাঁদপুরে আল-আরাফা এজেন্ট ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। চাকুরী দেয়া হয় স্থানীয় যুবকদের। এর জন্য তাদের কাছ থেকে নেয়া হয় টাকা।

যার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের অপারেশন ম্যানেজার জুবায়ের আলমের ৩ লাখ, টেইলর এনামুল হকের ১ লাখ, নুরুনাহারের ৩ লাখ, মুক্তার হোসেনের ১ লাখ, জাকির হোসেনের ১ লাখ, আলামিন হোসেনের ১ লাখ, শামীম হোসেনর ১ লাখ, সুজন হোসেনর ১ লাখ, চামেলি খাতুনের ৩ লাখ, আরিফা খাতুনের ৩ লাখ।

এদিকে ব্যাংকে স্থায়ী যুবকদের চাকুরী দেয়ায় দ্রুত ব্যাংকটি পরিচিত লাভ করে এলাকায়। এ সুযোগে ব্যাংকের আহসানগীর অধিক মূনাফা দেয়ার কথা বলে এলাকার মানুষের কাছ থেকে ৫ কোটিরও অধিক টাকা হাতি নিয়ে নিজের গ্রে মেটাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজের হিসাব নাম্বারে জমা করেছেন। বিনিময়ে তারা পাবেন লাখে ১ হাজার ৫০ টাকা।

আর এ চুক্তিতে ওই ব্যাংকে টাকা লগ্নি করেছেন হাফিজা হ্যাপী ১১ লাখ, আল-আলী ১১ লাখ, সাইদুজ্জামান ২ লাখ ৭০ হাজার, লিটন হোসেন ৬ লাখ, শাহাজান আলী ১০ লাখ, আরিফ হোসেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার, নয়ন ইসলাম ২ লাখ, হাসান আলী ২ লাখ, জাহাঙ্গীর হোসেন ২ লাখ, ইমরান হোসেন ৩ লাখ, মামুন হোসেন ৩ লাখ, ফাতেমা বেগম ১ লাখ ৫০ হাজার।

এছাড়া ও আহসানগীর জীবননগরের আন্দোল-বাড়িয়া ও হরিণাকুন্ড থানায় ওই ব্যাংকের শাখা খুলে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ব্যাংকের গ্রাহক শাহাজান আলী বলেন, ব্যাংকে ৩ বছরের জন্য টাকা ফিক্সড করতে গিয়েছিলাম। এ সময় এজেন্ট আহসানগীর টাকা নিয়ে এ স্লিপ লিখে দেন। এরপর বলেন প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০ টাকা করে মুনাফা নিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, আমাদের যাদের টাকা নিয়ে গেছেন এরমধ্যে ১৪/১৫

জনের খোজ মিলেছে।

তবে এর বাইরে আরো মানুষ আছেন যারা এখনও জানেন না ব্যাংকের এ অবস্থার কথা। আমার জানা মতে ৫ কোটিরও বেশি টাকা নিয়ে পালিয়েছেন ওই এজেন্ট। এ ব্যাপারে আমরা সবাই থানায় অভিযোগ করবো।

আরেক গ্রাহক ফাতেমা খাতুন বলেন,অনেক কষ্ট করে টাকাগুলো জোগাড় করেছিলাম মেয়ের পড়ানোর জন্য। আমি ব্যাংকে গিয়ে জুবায়ের আলমের কাছে টাকা জমা রাখি।

এরপর আহসানগীর ডেকে নিয়ে গিয়ে চুক্তির কথা বলেন। পরে আমার টাকাটা ওনার হিসাব নাম্বারে স্থানন্তর করেছেন। টাকা জমা দেয়ার পর একটা টাকাও লাভ পায়নি। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় আহসানগীর ও জুবায়ের আলমের নামে অভিযোগ করা হয়েছে।

পলাতক থাকায় এ ব্যাপারে ব্যাংকের এজেন্ট আহসানগীরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর ভাই আলমগীর হোসেন বলেন, ১৪ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। তবে টাকা নিয়ে পালিয়েছে শুনছি। তবে কোথায় আছে জানিনা। এ

ব্যাপারে আহসানগীরের স্ত্রী নাইস খাতুন বলেন, তার ব্যবসা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলত না। এখন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বাড়িতে আসছে, এ কারনে জানতে পারছি। তবে কোথায় আছে জানিনা।

সর্বশেষ ৮ আগষ্ট আমার সঙ্গে কথা হয়। এর আগে আমি গ্রামে বাড়ি কাকিলা দাড়িতে ছিলাম। মানুষ গিয়ে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। এ কারনে নিরাপত্তার জন্য বাইরে চলে এসেছি। আহসানগীর মহেশপুর উপজেলার কাকিলাদাড়ি গ্রামের আমিনুর ইসলাম (শান্তির) ছেলে।

এ ব্যাপারে ব্যাংকের কোটচাঁদপুর শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মতিউর রহমান বলেন, এ ঘটনার পর আমি দায়িত্বে আছি। তবে শাখাটি দেখা শোনা করছেন ঝিনাইদহ অফিস।

তবে যে ঘটনা ঘটেছে এর দায়ভার ব্যাংক নিবে না। কারন অধিক লাভের আশায় তারা ব্যক্তিগত ভাবে এজেন্টের কাছে টাকা রেখেছেন। এ খবর পেয়ে হেড অফিস থেকে খোজ খবর নিয়ে গেছেন। যা করার ওনারা করবেন।

এ প্রসঙ্গে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ফরিদ হোসেন বলেন, ওই ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় ব্যাংকের এজেন্ট আহসানগীর ও অপারেশন ম্যানেজার জুবায়ের আলমের নামে অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন

রয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দেশের ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদের দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহ।

বুধবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাজারে চার রাস্তার মোড়ে এসে শেষ হয়ে সেখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে জোট সরকারের আমলের বর্বরোচিত সিরিজ বোমা হামলার ইতিহাস তুলে ধরেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা তাহমিনা খাতুন, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব, সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক আব্দুল খালেক, ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার এর উপজেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু, সম্পাদক মতিউর রহমান মতিন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে

আওয়ামী লীগ, যুবলীগ,যুব মহিলা লীগ,স্বেচ্ছাসেবক লীগ,শ্রমিকলীগ,কৃষকলীগ,ছাত্রলীগ সহ অসংখ্য নেতাকর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।

বিনা চিকিৎসায় কোনো অসহায় মানুষ মরবেনা —এমপি খোকন

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, সরকার অসহায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এদেশে পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কোনো অসহায় মানুষ মরবেনা।

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্টোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগ আক্রান্ত ৩১ জন ভুক্তভোগী

রোগীদের মাঝে এককালীন সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ বুধবার (১৭ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ চেক বিতরণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক মাষ্টার, সাবেক ছাত্রনেতা আনিসুজ্জামান লুইচসহ সরকারী বিভন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৩১ জন রোগীকে সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে বৃষ্টির অভাবে ধান চাষে বাড়ছে উৎপাদন খরচ

অনাবৃষ্টি আর অব্যাহত খরায় চলতি মৌসুমে রোপা আমন ধান আবাদ নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছেন মেহেরপুর জেলার চাষিরা। টানা তাপদাহে পুড়ছে ধানের লাগানো চারা। এমনকি মাঠে লাগনো আমন ধানের চারাও এখন হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে।

এদিকে কৃষকরা ফসলের জমি ভালো রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মৌসুমের শুরুতেই তীব্র খরায় পুড়েছে আমনের বীজতলা। আমন চাষের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় এখনও অনাবাদী পড়ে আছে অনেক

জমি।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের কৃষক জিয়ারুল ইসলাম বলেন, এখন বর্ষাকাল হলেও দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির দেখা মিলছে না। অনাবৃষ্টি আর তীব্র খরতাপে ব্যাহত হচ্ছে ফসলের চাষ। আর আমন চাষে প্রতিটি সেচ বাবদ ২০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। কৃষকরা সেচ পাম্পের মালিকের সঙ্গে মৌসুম চুক্তি করেও সেচ দিচ্ছেন। এতে এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করতে এ বছর ছয় থেকে সাত হাজার টাকা অতিরিক্ত সেচ খরচ গুনতে হচ্ছে।

আমদহ গ্রামের কৃষক জামাত আলী বলেন, এ বছর আমার দুই বিঘা জমিতে ধানের চাষ আছে। বৃষ্টি না হওয়ায় একদিন পর পর সেচ দিতে হচ্ছে। একদিকে যেমন সার, বিষ ও ডিজেলের দাম বেড়েছে, তার ওপর অতিরিক্ত সেচ খরচ দিতে গিয়ে কৃষকরা এবার মাঠেই মারা যাবে।

উপজেলার নোনপাড়া গ্রামের কৃষক রাশিদুল ইসলাম বলেন, খরার কবলে পড়েছে জেলার প্রধান ফসল রোপা আমন। অন্যান্য বছর আমন ধান চাষের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। কোনো ধরণের সেচ দিতে হয় না। কিন্তু এ বছর বর্ষা মৌসুমেও বৃষ্টির মুখ দেখা যায়নি। আমার আট বিঘা জমিতে রোপা আমনের চাষ রয়েছে। এখন জমিতে একদিন পর পর সেচ দিতে হচ্ছে। অনাবৃষ্টির কারণে ধান ওঠা পর্যন্ত শুধু সেচ খরচ বাবাদ আমার ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। কৃষকের এখন বর্ষা মৌসুমেও চৈত্র ধান চাষের মতো খরচ হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মতিয়ার জানান, প্রতি বছর আমি চার থেকে পাঁচ বিঘা জমিতে আমন আবাদ করে থাকি। এ বছর অনাবৃষ্টি আর খরার কারণে ভালো চারা পাইনি। বীজতলাও রোদে শুকিয়ে গেছে।

একই উপজেলার বাওট গ্রামের আশরাফুজ্জামান কালু বলেন, বছরে সাত থেকে আট বিঘা জমিতে রোপা আমন চাষ করি। কিন্তু এবার বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষেতে রোপন করা চারাগুলো মারা যাচ্ছে। আষাড় চলে গিয়ে আজ শ্রাবণ মাসের ৩ তারিখ। তবুও বৃষ্টির দেখা নেই।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, চলতি রোপা আমন মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় ২৬ হাজার ৩৭০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। এখনও সময় আছে। চারা নিয়ে অনেকেই অপেক্ষায় আছেন। এর মধ্যে বৃষ্টি হলে কৃষকরা ধান লাগাতে শুরু করবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম বলেন, রোপা আমন চাষ বৃষ্টি নির্ভর। কিন্তু এ বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়নি। তার ওপর বেশ কিছুদিন ধরে খরায় পুড়ছে আমনের বীজতলা। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের সম্পূরক সেচের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

তিন দিন আগে বাবার বাড়ি থেকে শশুর বাড়ি আসলেও শ্বশুর বাড়ির লোকজন উঠতে দেইনি ঘরে। প্রতিবেশীদের চাপে স্বামীর ঘরে উঠতে দিলেও গতকাল মঙ্গলবার থেকে তাকে শারীরিক ও মানষিক ভাবে চালাচ্ছিল নির্যাতন।

অবশেষে সিঁড়ি ঘরের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেন গৃহবধু মোহিনী খাতুন (২২)। মোহিনী খাতুন সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের পন্ডের ঘাট এলাকার সৌদি প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী।

আজ বুধবার (১৭-আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে শশুর বাড়ির সিঁড়ি ঘরের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচানো ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

সদর থানা পুলিশ মোহিনী খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, গত ৩ দিন আগে মোহিনী তার মায়ের বাড়ি শ্যামপুর থেকে থেকে শ্বশুর বাড়ি আসেন। শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে ঘরে উঠতে দেয় না। পরে প্রতিবেশীরা শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে অনেকটা চাপ দিয়েই মোহিনীকে বাড়িতে তুলে দেন। কিন্তু

পরিবারের লোকজন নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে।

আজ সকালে মোহিনীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মরদেহটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুরে দুই হোটেল ব্যবসায়ীর জরিমানা

বাসি, পচা খাবার ও নোংরা পরিবেশের অপরাধে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় এলাকার ইয়ারুল হোটেলের১৫ হাজার ও ইসলামিয়া হোটেলের ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়ীত্ব) মো: সজল আহম্মেদ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের জরিমানা করেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ইয়ারুল হোটেলকে ১৫ হাজার টাকা ও ইসলামিয়া হোটেলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় কৃষি বিপনন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল ওহাব ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে সহযোগীতা করেন।

এর আগে কলেজ মোড় এলাকার মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন ও চুয়াডাঙ্গা রোডের অয়ন ফিলিং স্টেশন দুটিতে অভিযান চালান এই দলটি। তবে, ওজন ঠিক থাকায় সেখানো কোনো জরিমানা করা হয়নি।

এছাড়া বিভিন্ন দোকানে সচেতনতামুলক কার্যাক্রম পরিচালনা করা হয়।

কুয়াকাটা ঘুরতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় গাংনীর হাফিজুল নিহত

নিমেষই বিষাদে পরিনত হলো সব আনন্দ। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে মানুষটি সকলের সামনে হাসছিলো, সকলের সাথে তাল মিলিয়ে করছিল আনন্দ। মূহূর্তেই তার নিথর দেহ রাস্তায় পড়ে রইলো।

রাস্তা পার হওয়ার সময় যাত্রীবাহী দুরপাল্লার একটি দ্রূতগামী বাস তাকে স্পৃষ্ট করে চলে যায়। বরিশালে সড়ক দূর্ঘটনায় গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়া গ্রামের হাফিজুল ইসলাম নিহত হওয়ার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করলেন অপর সঙ্গী বজলুর রহমান।

গতরাত সাড়ে ১১ টার সময় কুয়কটা-পদ্মসেতুর হাইওয়ে রাস্তার উজিরপুর জয়শ্রী নামক স্থানে গ্রীণল্যান্ড সেন্টমার্টিন পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন হাফিজুল।

নিহত হাফিজুল ইসলাম (৪২) গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের ইউসুব আলী ফকিরের ছেলে। ২ সন্তানের জনক হাফিজুল পেশায় দর্জি।

বজলুর রহমান জানান, গ্রামের প্রায় ৪০ জন যুবক কুয়াকাটা ভ্রমণের জন্য একটি বাসে করে গতকাল মঙ্গলবার (১৬ আগষ্ট) বেলা ২ টার সময় বের হই। রাতে ১১ টার দিকে কুয়াকাটা – পদ্মাসেতুর ওই রাস্তার পাশে একটি খাবারের হোটেলে রাতের খাবার খাই। আমরা সবাই বাসের মধ্যে অপেক্ষা করছিলাম।

হাফিজুল এসময় রাস্তার অপরদিকে একটি তেলপাম্পের টয়লেট থেকে ফিরছিলেন। এসময় দ্রূতগামী বাস তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান হাফিজুল। পরে তার মরদেহ নিয়ে আমরা আবারো ফিরে এসেছি। জানালেন বজলুর রহমান।